দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 28 2002

কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য শেখ হাসিনার নির্দেশ

৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের কাউন্সিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য ছাত্রলীগের ২৭তম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণের আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সঙ্গে সুধা সদনে এক বৈঠকে তিনি এই নির্দেশ দেন। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিকে তিনি তিন সদস্যের একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে বলেন। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি সারা দেশে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামোর হাল তুলে ধরে এই সম্মেলনে কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণের মাধ্যমে কমিটি গঠন দুষ্কর বলে জানিয়েছে। পরে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা বিকালের অধিবেশনে উপস্থিত থেকে জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনবেন এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে কাউন্সিলরদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন।

এদিকে সম্মেলনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে 'মৌসুমী পাখির' ভিড় ততই বাড়ছে। একই সঙ্গে মাঠের যোগ্য সম্ভাব্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঘাটের (সভানেত্রীর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে যারা ধর্ণা ধরে) নেতাকর্মী এবং অযোগ্য-ব্যবসায়ীরা নানা অপপ্রচারে নেমেছে। ছাত্রলীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম রবিবার রাতে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্মেলন প্রস্তুতির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে যান। সম্মেলন আয়োজনের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত শোনার পর শেখ হাসিনা বলেন, সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে। এজন্য তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করে কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণের কথা বলেন। তিনি বলেন, কর্মীদের যারা খোঁজখবর রাখে তারাই নেতা হবে। যারা সংগঠনের একজন কর্মীকে নিজের অধীনস্থ মনে না করে ভাই হিসাবে বিবেচনা করে সহকর্মী হিসাবে আচরণ করবে তারাই নেতৃত্বে আসবে। তিনি বলেন, সংগঠনের একজন আদর্শিক সহকর্মী, একজন আদর্শ বিরোধী আত্মীয়ের চেয়ে আপনজন যারা মনে করতে পারবে তারাই নেতৃত্বে আসবে। তিনি এ সময় জোর দিয়ে বলেন, ছাত্রলীগ একটি সমাজ বিপ্লবের কাজ করবে। এ জন্য যাদের আদর্শিক বিশ্বাসে দৃঢ়তা, আন্তরিকতার বেগ যাদের প্রবল তাদের নেতৃত্বে আনা হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সংগঠনের সম্ভাব্য নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজখবর নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, সারা দেশে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামোর যা অবস্থা তাতে যাঁরা ভোট দিয়ে নেতৃত্ব নির্বাচন করবেন তাঁদের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে কতটুকু ধারণা আছে সে বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জেলা কমিটিগুলো বন্দী হয়ে আছে ব্যবসায়ী, অছাত্র বিবাহিত যুবক, সন্তানের জনক, মাদকাসক্ত উঠতি বয়সের যুবকদের হাতে। কোন কোন জেলা কমিটি এক-দেড় যুগ পার করেছে নতুন সম্মেলন করেনি এসব কমিটির ভোট নিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। আগামীতে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হবে--যাতে নেতাদের কর্মীদের কাছে একটা দায়বদ্ধতা থাকে- এমন আলোচনা হয়েছে। বৈঠকসূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে সম্মেলন যত এগিয়ে আসছে 'মৌসুমী পাখির' আগমন বেড়েছে। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর যাদের কোথাও দেখা যায়নি নতুন নেতৃত্বে আসার জন্য বিভিন্ন লবিতে তারা যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। এবারের সম্মেলনে যথারীতি সম্ভাব্য যোগ্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচারসহ চরিত্রহননের চেষ্টা চলছে। অযোগ্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত ও কাছের দু'একজনকে প্রভাবিত করে এই অপপ্রচার ফলপ্রসূ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

যোগ্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে 'অমুকে অমুকের লোক' 'অমুকে অন্য দল থেকে এসেছে' 'অমুকে ওখানে সেখানে যায়'সহ নানা বিভ্রান্তিকর বিষয় নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ ছাড়া সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ওকে কমিশনের' একজনকে 'স্যার' সম্বোধন করা নিয়ে সংগঠনের ভিতরে-বাইরে নানা রকম কথা হচ্ছে।